তোমাকে ভুলি কেমনে !

হারুন রশীদ আজাদ

৭১‘র বিজয়শেষে রণাঙ্গন থেকে ফিরে মায়ের আদরের চাঁদর হাতে আবরিত ছিল আমার দেহ ।
২৮শে মে ১৯৭২ তেমনি আদরের চাঁদরে আবরিত আমি দেশপিতা তোমার বুঁকে ।
তোমায় ভুলি কেমনে !
সেইদিন থেকেই গর্ব করে বলেছিলেন দেশপিতা , -গণভবনের দাড় তোর জন্য আজীবন খোলা রইল ।
তার সত্যতায় ১৪ই আগষ্ট শেষবারের মত দেখা হয়েছিল গণভবনের ব্যস্ত সময়ে ,
রাতের শেষ নাহতে ফজরের নামাজশেষে মা‘র চিৎকারে ঘুম ভেংগেছিল !
মা বললো রেডিওতে বার-বার বলছে ,শেখ সাহেবকে হত্যাকরেছে।
আমি নীজ কানে শুনলাম , -আমি মেজর ডালিম বলছি সৈরাচার শেখ মুজিবকে উচেছদ করা হয়েছে !
দেশপিতার সাথে থাকা সব কটি ছবি তরিৎ গতিতে মা বিছানার চাঁদরে বাধঁতে বাঁধতে বললেন ,
দেশটা আবার বুঝি পাকিস্তান হয়ে গেল ।
আমাকে ঘর থেকে বেরুতে বারণ করল মা , পালিয়ে গ্রামের বাড়ীতে চলে যাওয়ার পরার্মশ দিলেন ।
আমি যেন মুরগী ছানা, চিলে খাবে , মায়ের আহাজারি তা বুঝতে পারলাম ।
৩২ নং বাড়ী সহ রাজধানীর বিভিন্ন স্থানে তখনও ২২টি মরদেহ ,উপেক্ষিত সবধার !
শিহরিত মন বিদ্রোহের পথ খুঁজতে দ্রুত বেড়িয়ে পরলো !
রাজপথ তখন ও স্বাভাবিক ।
রিক্সার বেল টুংটাং শব্দে বাঁজছে ।

বঙ্গভবণ ,বাংলাদেশ ব্যাংক , ভোর রাতেই ট্যাংক গুলি রাক্ষসের মত প্রাসাদ অবরোধ করে বসে আছে বুঝাগেল ।
বেতার ভবনে পৌছার আগেই দ্রগত দানবের জীপ গুলি রাজপথ ও নিয়ন্ত্রনে নিতে নেমে পড়েছে ।
সূর্যের আলোতে আলোকিত রাজপথ বেয়ে সোঁ-সোঁ শব্দে ওদের দেশ দখলের উৎসব শুরু হতেই ,
নীরবে রাজপথের জনতা দখল ছেড়ে ,ঘরে ফিরলো .আর রাজধানী ঢাকা চুপসে গেল ।
রাজপথ ,রাজ সিংহাসন ,সবই তখন খুঁনি বাহিনীর দখলে !
একটি কাল টুপির ইদুঁরকে তোপের মুখে দাড় করিয়ে ,
সাধু শয়তানেরা ক্ষমতা দখলে রাখার প্রতিযোগিতা নেমে গেল ।
নিথর একটি দেহ বিকালের আগেই টুঙ্গিপাড়ায় নেওয়া হল !
আমার হৃদয়ে তখনও মায়ের অনুভুতিটা বার-বার ঘুরে ফিরে বাজঁছিল !
সত্যি তাই হল পাকিস্তানে দালাল প্রধানমন্ত্রী !
৭১‘র ২৭শে সেপ্টেম্বর বাংলাদেশের বিরুদ্ধে রুখে দাড়ানো জাত শত্রু শাহ আজীজুর রহমান জিয়ার প্রধানমন্ত্রী !
আর ৭১‘র বিশ্বজয়ী ইতিহাসের কবর হতে লাগল পলাতক শকুন আবার বাংলার মাটি দখলে নিল বাংলাদেশ নামটা শুধু রইল অপ রির্বতিত ।
আজ পয়ত্রিশ বছর পর হলেও সত্য তার আপন মহিমায় ফিরে এসেছে !!
এই ফিরে আসাটা শুন্য থেকেই ৩৫ বছরে আপন মহিমায় ফিরে এল !
আজ মনে হয় দেশপিতা, তুমি মৃতুর আগেছিলে রাজনৈতিক নেতা ,
কেন যেন মনেহয় তোমার জীবন্ত কালের চেয়ে পরপারের মানুষ শেখ মজিবুর রহমান ,
বাঙ্গালীজাতির একছত্র অনন্তকালের নেতা , তাই তুমি দেশপিতা !
তোমার মৃত্যুটা আজ একটি আর্দশের নাম , শোক যেন আজ তাই রপান্তরিত এক অমরত্ব শক্তি ।
যা আকাশ , মাটি , জলসীমার সার্বভৌমত্বের প্রতিক ।